35

দৈনিক সংবাদ

তারিখ DEC 09 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

টঙ্গির সমস্যা চিত্র

প্রতিবেদন-১

পর্যাপ্ত শিক্ষাসুযোগ আজো সৃষ্টি হয়নি

॥ মোঃ মাহবুবুল আলম ॥

প্রায় চার লাখ অধিবাসী অধ্যুষিত টঙ্গিতে এখনো পর্যন্ত পর্যাপ্ত শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। এ অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ও নানা সমস্যায় জর্জরিত।

টঙ্গিতে ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আবাসিক এলাকার বিস্তৃতি ঘটলেও সে অনুপাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও মানের বৃদ্ধি ঘটেনি। টঙ্গির সাধারণ মানুষের জন্য এখনো স্থাপিত হয়নি কোন সরকারি হাইস্কুল। স্থানীয় বাস্তুহারা পুনর্বাসন কেন্দ্রে উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্থাপিত হয় এরশাদের মায়ের নামে "মজিদা সরকারি হাইস্কুল" যা শুধুমাত্র বাস্তুহারাবাসীর জন্য নির্ধারিত। এটা টঙ্গির আপামর জনসাধারণের কোন উপকারে আসছে না।

টঙ্গিতে সরকারি হাইস্কুল না থাকায় অধিক বেতন দিয়ে ছেলেমেয়েদের বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি করাতে হচ্ছে। এখানে একমাত্র উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে রয়েছে "টঙ্গি সরকারি কলেজ"। ১৯৭২ সালে স্থাপিত এ কলেজটি ১৯৮৮ সালে সরকারিকরণ করা হলেও এর কোন উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেনি এখনো। সরকারিকরণের পর কলেজের দুটি একাডেমিক ভবন ও অফিস ভবন শুধু পাকা হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সেশন থেকে মাস্টার্স ও ১৯৯৭-৯৮ সেশন থেকে অনার্স কোর্স চালু করা হয়, কিন্তু অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালুর পর সে অনুসারে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় শিক্ষক এখনো নিয়োগ করা হয়নি। বর্তমানে কলেজে শিক্ষক মাত্র ৪২ জন। বিধি অনুসারে আরো ৭২ জন শিক্ষক প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় শিক্ষক পাবার আবেদন জানানো হয়েছে বেশ ক'বছর আগেই কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ফলে অতিরিক্ত শিক্ষার্থীদের পাঠদান সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা দুরূহ হয়ে পড়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে কলেজটি নানা সমস্যার আবর্তে ডুবে রয়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে জমির স্বল্পতা। মাত্র ৭৯ শতাংশ জমিতে স্থাপিত কলেজের ক্যাম্পাস পরিসর অত্যন্ত সংকীর্ণ। অনার্স-মাস্টার্স কোর্স কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত উন্নয়নের উপযোগী জমি না থাকায় কলেজের সম্প্রসারণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অথচ কলেজের পাশেই যুগ যুগ ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে আদমজী জুট মিলস তথা বিজেএমসির পরিত্যক্ত ছয় একর জমি। এ জমিটি কলেজের প্রয়োজনে গাজীপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক কলেজকে ব্যবহারের অনুমতি দেন। জমিটি চেয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হলেও সরকারিভাবে আজও কলেজকে জমিটি হস্তান্তর করা হয়নি। ফলে জমিতে স্থায়ী অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।

টঙ্গির মাধ্যমিক শিক্ষা এখন বেসরকারি বাণিজ্যিক রূপ ধারণ করেছে। এলাকার অলিগলিতে যত্রতত্র গড়ে উঠেছে স্কুল। এসব স্কুলে নেই প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও পাঠদান পদ্ধতি। চটকদার নাম দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এসব স্কুল ছাত্রছাত্রী ভর্তি করছে প্রতারণার মাধ্যমে। অদক্ষ, প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক-মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত এসব স্কুল অভিভাবকদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অংকের ভর্তি ফিস, বেতনসহ বিভিন্ন চাঁদা। অপরদিকে বেসরকারি হাইস্কুলগুলোও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান অপেক্ষা অর্থ উপার্জনের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছে। সরকারি কোন তদারকি অথবা জবাবদিহিতা না থাকার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলছে হরিলুট। স্কুলগুলোর পরিচালনা পরিষদ তাদের নিজেদের ইচ্ছেমাফিক ছাত্র বেতন, শিক্ষক বেতন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। বেতনভাতা ও ফিস সম্পর্কে কোন নীতিমালা না থাকায় একেক স্কুল একেক অংকের অর্থ আদায় করছে। অপরদিকে শিক্ষকদের স্কুল থেকে দেয়া বেতনভাতা ও বোনাস দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন হারে। এক্ষেত্রেও কোন নীতিমালা না থাকায় কমিটির ইচ্ছামাফিক শিক্ষকদের সুবিধা দেবার কারণে যাকে যা খুশি তাই বেতন দেয়া হয়।

টঙ্গির বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষাদানসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহেলা প্রদর্শন করে আসছে। ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন ও ফিস আদায় করলেও সুযোগ-সুবিধা দেবার ক্ষেত্রে তাদের কার্পণ্য রয়েছে। অধিকাংশ স্কুলেই পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, বসার ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, টয়লেট, খাবার পানি, কমনরুম, নিয়মিত খেলাধুলার ব্যবস্থা ও বিজ্ঞান ব্যবহারিক ক্লাসের ব্যবস্থা নেই। এমন কি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মরণে কোন সভা ও জাতীয় দিবসগুলো পালনের ব্যবস্থা পর্যন্ত নেয়া হয় না।